৬/৫/2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩.....

ভোরের কাগজ

বি সি নয় গড় পয়েন্টের
ত্তিতে ফলাফল দেওয়া হবে

। ঘোষ : চলতি বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা থেকে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি চ
ও একজন পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক ফলাফল কখনো গ্রেড আকারে অর্থাৎ এ বি সি ইত্য
প্রকাশিত হবে না। সামগ্রিক ফলাফল গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) বা গড় পয়ে
ণ করা হবে। এ পদ্ধতিতে কোনো পরীক্ষার্থীর সকল বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বর যে
। নিয়ম রাখা হয়নি।

শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থে
নো এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়েছে। উপসচিব (মাধ্যমিক) মোঃ আনো
ন গত ২৫ এপ্রিল এই প্রজ্ঞাপন জারি করেন।

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরুর মাত্র তিনদিন আগে ১২ মার্চ লেটার গ্রে
তে প্রবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর প্রায় দেড়মাস পর ফলাফলের মান নির্ধার
টি স্পষ্ট করা হলো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই পদ্ধ
। শিক্ষক অভিভাবক এবং পরীক্ষার্থী সবার মধ্যেই বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এমনকি অ
র্ড কর্মকর্তাও ফলাফলের মান নির্ধারণের বিষয়টি জানতেন না। ঘোষণায় জিপিএ-
মে ফল প্রকাশের কথা বলা হলেও লেটার গ্রেড অর্থাৎ এবিসি ইত্যাদি দিয়ে সাম
ফলের মান নির্ধারণ করা হবে না, এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

এর ফলে ধরে নেয়া হয় সকল বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের গড় জিপিএ লেটার গ্রে
দ সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু লেটার গ্রেডের একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট রয়েছে, (যেমন 'এ' গ্রে
ন্ট ৫, 'বি' গ্রেডের পয়েন্ট ৪ ইত্যাদি) তাই ধারণাটি আরো জোরালো হয়। প্রচারিত
র থেকে 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' এবং 'তৃতীয়' বিভাগের পরিবর্তে ফলাফল প্রকাশিত
টার গ্রেডে অর্থাৎ এ বি সি ডি ইত্যাদি ইংরেজী বর্ণ দিয়ে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষও এতোদিন এই বিভ্রান্তি দূর করার কোনো চেষ্টা করেননি। ত
টার গ্রেডিং প্রবর্তন কমিটির আহ্বায়ক এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.
। শরীফউল্লাহ এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই বলে জানিয়েছেন। ভোরের কাগজকে
বিবারও তিনি বলেছেন, জিপিএ-এর মাধ্যমে ফল প্রকাশের ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ ক

এবিসি নয় গড় পয়েন্টে

প্রথম পাতার পর

কথা শুরু থেকে
ছে। তবে এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন করে কেন প্রজ্ঞাপন জারি করতে
র কোনো উত্তর এটিএম শরীফউল্লাহ দেননি।

সূত্র জানায়, মার্চে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই মেধাবী পরীক্ষ
শিক্ষক অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারা হিসাব করে দেখতে পান একজন প
১০০ নম্বর পেলে তার সামগ্রিক ফলাফল কখনো 'এ প্লাস' হবে না শুধু 'এ'
অন্যদিকে সব বিষয়ে ৬০ করে পেয়ে কেউ যদি মোট নম্বর ৬০০ পায় তবে তার
'এ' হবে।

এ প্রসঙ্গে কথা হয় ঢাকার শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্য
ফারুক আহমেদ, খুলনার শাহপুর মধুগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ আলমগীর কবির, নো
খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক মতিউদ্দিন আহমেদ, খুলনার হাজী মোহাম্মদ
কলেজের শিক্ষক খান আতিয়ার রহমান এবং ঢাকার খিলগাঁও মডেল কলেজের
নজরুল ইসলাম খানের সঙ্গে। তারা সবাই জানেন নতুন পদ্ধতিতে এ বি সি ইত্যা
পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক ফলাফল প্রকাশিত হবে। তারা এই প্রতিবেদকের কাছে আশঙ্ক
করে বলেন, এর ফলে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হবে না।

নতুন প্রবর্তিত এই পদ্ধতি নিয়ে এমনি আরো অনেক হিসাব হতে থাকে
কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পর্যন্ত প্রথম দিকে বি
পড়েন। পরে লেটার গ্রেডিং প্রবর্তন কমিটি এর একটি ব্যাখ্যা দেয়, যা নতুন
আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'গ্রেড পদ্ধতির ফলাফল হবে বিষয়ভিত্তিক। অর্থাৎ
বিষয়ের ফলাফল গ্রেড আকারে প্রকাশিত হবে। তবে সামগ্রিক ফলাফল গ্রেড
প্রকাশিত হবে না। সামগ্রিক ফলাফর গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ বা জিপিএ হিসাবে
হবে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেডকে পয়েন্টে (সর্বোচ্চ '৫' এবং সর্বনিম্ন '০') র
করে তার গড় নির্ণয় করা হবে। এটিই হবে গ্রেড পয়েন্ট। একারণে বা জি
লেটার গ্রেড এ বি সি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না।'